দুর্নীতি দমন ডেটাবেজের রূপরেখা

আমিনূল মোহায়মেন

দুর্নীতি দমন বর্তমান কেয়ারটেকার সরকারের সবথেকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত এজেন্ডা। দ্রব্যমূল্য, বিদ্যুৎ সংকট, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ইত্যাদি কারণে এ লক্ষ্যে নেয়া পদক্ষেপসমূহের ফলাফল নাগরিকদের দৃষ্টিগোচর না হলেও অবস্থার যে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে তা অস্বীকার করা যাবে না। যে এপার্টমেন্ট ভবনে বাস করি, তার কমিটি কয়েকদিন আগে মাসিক সার্ভিস চার্জ বাড়ানোর চিঠি দিয়েছে। কেননা, আগে যেখানে পানির বিল বাবদ মাসে খরচ হতো দশ হাজার টাকা (ওয়াসার মিটার রিডারের বখশিস সহ), এখন সেখানে বিল আসছে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। দেখা যাচ্ছে, সরকারী অর্থ লুটপাট কিছুটা হলেও কমেছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত কর্মচাঞ্চল্যেও সাধারণ মানুষের মধ্যে বাংলাদেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার ব্যাপারে যথেষ্ট আশার সঞ্চার হয়েছে। তবে তিনি ও তাঁর সহকর্মীদের কেউ কেউ বলছেন দক্ষ জনবলের অভাবের কারণে তাঁরা আশানুরূপ ফলাফল দেখাতে পারছেন না। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত দুর্নীতি দমনের বিষয়টি কখনোই ক্ষমতাশীনদের নেক নযর পায়নি। ফলে অধুনালুপ্ত দুর্নীতি দমন বুরো ও বর্তমানের দুর্নীতি দমন কমিশনকে প্রয়োজনীয় জনবল, প্রশিক্ষণ ও যন্ত্রপাতি দিয়ে কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হয় নি। দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই তথ্য প্রযুক্তির পরিকল্পিত ব্যবহার দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করার বিষয়ে প্রভূত সহায়তা করতে পারে এবং জনবলের স্বল্পতা ও দক্ষতার অভাবকে কিছুটা হলেও পূরণ করতে পারে। দুর্নীতি দমনের জন্য যে ধরণের কর্মকৌশল অবলম্বন করা হয় বা যেতে পারে এবং সেই সব ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি কিভাবে সহায়তা করতে পারে নিম্নে সে বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হল। এর থেকে দুর্নীতি দমন কমিশনের জন্য একটি ডেটাবেজের সংক্ষিপ্ত রূপরেখাও বের হয়ে এসেছে।

১. দুর্নীতি দমন কমিশনের অন্যতম কর্মকৌশল হচ্ছে ভুক্তভোগী বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বাংলাদেশে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ নাগরিককে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতির কারণে হয়রাণি ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কয়েকদিন আগে ডেসার একজন কর্মকর্তা ও তার টাইপিস্টকে ঘুষ গ্রহণকালে হাতে নাতে গ্রেফতার করে যৌথ বাহিনী। যার নিকট থেকে ঘুষ দাবী করা হয়েছিল তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে উপস্থিত সাংবাদিকগণকে জানান যে গত কয়েক মাস ধরে তিনি তার বাসায় বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ডেসা অফিসে ঘুরছেন। তিনি সংযোগ তো পানই নি, এমনকি তাকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কখনও বসতেও দেয় নি। তবে এভাবে যারা নিত্য হয়রাণির শিকার হচ্ছেন ও ঘুষ দিতে বাধ্য হচ্ছেন তাদের জন্য অভিযোগ করার নিরাপদ কোন ব্যবস্থা নেই। দুর্নীতি দমন কমিশনের বর্তমান আইন অনুসারে বেনামে দায়েরকৃত কোন অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হয় না। স্বনামে অভিযোগ করে বহুগুণ বর্ধিত ভোগান্তির শিকার হওয়ার ঝুকি খুব কম লোকই নিতে পারে। ধরুন, কোন কারণে কোন পুলিশ কর্মকর্তা কারো নিকট ঘুষ দাবী করলো। আমাদের সমাজে কতজনের এমন সাহস রয়েছে যে তিনি একজন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন বা অন্য কোন স্থানে স্বনামে লিখিত অভিযোগ করবেন? ফলে ভূক্তভোগীরা এ অত্যাচার সহ্য করে যায় এবং দুর্নীতি সমাজে সম্মান ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে পরিণত হয়। দুদক ইচ্ছা করলে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুব সহজেই এই ধরণের দুর্নীতির বিষয়ে তথ্য-প্রমাণ যোগাড় করতে পারে এবং তা নিরসনের উদ্যোগ নিতে পারে।

কমিশনের যদি একটি ওয়েব সাইট থাকে এবং সে ওয়েব সাইটে অডিও বা ভিডিও প্রমাণ সংযুক্ত করে অভিযোগ করার ব্যবস্থা থাকে তাহলে অভিযোগকারী অতি সহজেই তথ্য-প্রমাণসহ তার অভিযোগ কমিশনকে জানাতে পারবেন। ওয়েবসাইটটি একটি ডেটাবেজের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে। আজকাল এক-দেড় হাজার টাকার মধ্যে ক্ষুদ্রাকারের ইলেকট্রণিক অডিও রেকর্ডিং যন্ত্র পাওয়া যায়। অধিকাংশ মোবাইল সেটের সাথে ভিডিও ক্যামেরা সংযুক্ত রয়েছে। ঘুষের শিকার কোন ব্যক্তি এ ধরণের যন্ত্র সাথে নিয়ে ঘুষ দাবীকারীর সাথে তার কথোপকোথন বা ঘুষ দেয়ার ঘটনা রেকর্ড করে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দুদকে পাঠিয়ে দিতে পারবেন। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দায়েরকৃত অভিযোগগুলো যেহেতু ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হবে, তাই খুব সহজেই অভিযুক্তদের তালিকা বের করে এবং সেগুলির শ্রেণীবিন্যাস করে তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া যাবে। অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর অভিযোগগুলোর বিস্তারিত তদন্ত না করেও যদি অভিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দুদক সতর্ক করে দেয় তাহলে দুর্নীতির প্রকোপ কিছুটা হলেও কমে যাবে।

২. দুর্নীতি দমনের সবথেকে কার্যকর উপায় হচ্ছে দুর্নীতিলব্ধ অর্থ ব্যবহার বন্ধ করা। দুর্নীতির মাধ্যমে যে অর্থ উপার্জন করা হয়, দুর্নীতিবাজরা তা মাটির নীচ পুতে রাখে না বা প্রধান বন রক্ষক ওসমান গনির মত বালিশের ভেতর লুকিয়ে রাখে না। সে অর্থ দিয়ে গাড়ি, বাড়ি, জমি ইত্যাদি কেনা হয়, নিদেন পক্ষে তা ব্যাংকে জমা রাখা হয়। দুর্নীতিলব্ধ অর্থের ব্যবহার বন্ধ করা গেলে সমাজে দুর্নীতির প্রকোপ অনেকটাই কমে যাবে। এ কাজটি বেশ জটিল ও কঠিন এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যপক ব্যবহার ছাড়া তা আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। এ জন্য সরকারের আরও কয়েকটি বিভাগ - যথা আয়কর, ভূমি ও ফ্লাট রেজিস্ট্রেশন, কার রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি এবং ব্যাংক ব্যবস্থাপনাকে কম্পীউটারীকরণ করা প্রয়োজন। তবে এতাগুলো বিভাগকে কম্পিউটারীকরণ করে তারপর দুর্নীতি দমনে নামতে গেলে অনেক দেরী হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে দুদক দুটি ধাপে অগ্রসর হতে পারেঃ

প্রথমতঃ নিজেই একটি ডেটাবেজ তৈরী করে তাতে একটি নির্দিষ্ট মূল্যের অধিক দামে কেনা জমি এবং ফ্লাট, গাড়ী ইত্যাদির মালিকেরা রেজিস্ট্রেশণের সময় যে তথ্য দেন তা সংরক্ষণ করতে পারে। জমি, ফ্লাট, গাড়ী ইত্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে টিআইএন নম্বর উল্লেখ করার নিয়ম বর্তমানে রয়েছে। কিন্তু উক্ত টিআইএন সঠিক কিনা, তার বিপরীতে টিআইএন ধারী আদৌ কোন আয়কর দিয়েছেন কিনা, দিয়ে থাকলে তার সাথে ক্রয়কৃত সম্পদের মূল্য সামঞ্জস্যশীল কিনা তা যাচাই করার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে আয়কর বিভাগের যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী টিআইএন নম্বর প্রদান থাকেন তাদের কিছু উপরি আয় ছাড়া এ ব্যবস্থার আর কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে দুদককে বছর শেষে আয়কর বিভাগ থেকে টিআইএন নম্বরের বিপরীতে প্রদর্শিত মোট সম্পদের একটি তালিকা নিতে হবে এবং তাকে দুদকের ডেটাবেজে সংরক্ষণ করতে হবে। উল্লেখ্য, টিআইএন ডেটাবেজে ব্যক্তির পেশা, আয়ের উৎস ইত্যাদি সম্পর্কেও তথ্য থাকে। অপরদিকে ভূমি রেজিস্ট্রেশন, কার রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদির দায়িত্বপ্রাপ্ত দফতর থেকে টিআইএন নম্বরের বিপরীতে রেজিস্ট্রেশনকৃত সম্পদের বিবরণ ও মূল্য নিয়ে ডেটাবেজে এন্ট্রি করতে হবে। তখন কম্পিউটারই বলে দিতে পারবে কার কার বৈধ উপার্জনের সাথে অর্জিত সম্পদের হিসাবের গড়মিল রয়েছে। ডেটাবেজ থেকে দুদক এ ধরণের তালিকা বের করে সেগুলোর উপর অনুসন্ধান চালাতে পারবে। দুর্নীতিবাজদের মধ্যে স্ত্রীর নামে সম্পদ কিনে পার পাওয়ার একটি প্রবণতা রয়েছে। তাই রেজিস্ট্রেশন ফর্মে অর্থের উৎস দেখাতে হবে এবং উৎসের টিআইএনও উল্লেখ করতে হবে। বর্তমানে ব্যাংক একাউন্ট খোলার সময়ে টিআইএন নম্বর উল্লেখ করার বিধান রয়েছে; যদিও তা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু সঞ্চয়পত্র কিংবা বিভিন্ন ধরণের টার্ম ডিপোজিটের ক্ষেত্রে এ বিধান নেই।

দুদককে এ বিষয়ে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে। যেহেতু অধিকাংশ ব্যাংক বর্তমানে কম্পিউটার ডেটাবেজ ব্যবহার করছে, তাই কোন টিআইএন এর বিপরীতে কত টাকা জমা হচ্ছে তার হিসাব পাওয়া খুবই সহজ। বছর শেষে বা নির্দিষ্ট সময় পরপর দুদক টিআইএন এর বিপরীতে ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থের হিসাব নিতে পারে। তাছাড়া যেহেতু একই ব্যক্তির বিভিন্ন ব্যাংকে একাউন্ট থাকলেও সকল ক্ষেত্রেই টিআইএন একই হবে, তাই খুব সহজেই কারো সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের হিসাব পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় ধাপে ভূমি ও কার রেজিস্ট্রেশন এবং আয়কর সংশ্লিষ্ট বিভাগকে কম্পিউটারীকরণের ব্যাপারে দুর্নীতি দমন কমিশন সরবারকে তাগিদ দিতে পারে। এমনকি, নিজে এ সংক্রান্ত প্রকল্প নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগে বাস্তবায়নও করতে পারে।

৩. দুর্নীতি দমন কমিশন মিডিয়াতে প্রকাশিত রিপোর্টের ভিত্তিতেও তদন্ত করে থাকে। কিছু দুর্নীতি রয়েছে যাতে কোন ব্যক্তি এককভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় না, ফলে কেউ নিজ উদ্যোগে তার প্রতিকারের জন্য এগিয়ে আসবে - এমন সম্ভাবনা থাকে না। যেমন প্রধান বন রক্ষক বনভূমির মূল্যবান কাঠ পাচারের মাধ্যমে বনভূমি উজাড় করেছেন এবং রাষ্টের কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন করেছেন। কিংবা বাংলাদেশের একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল যে তিনি বিপুল পরিমাণ কমিশণের বিনিময়ে ফ্রিগেট কিনেছিলেন। এ ধরণের দুর্নীতির খবর সাধারণতঃ পত্র-পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়ে থাকে। দুর্নীতি দমন কমিশনের ডেটাবেজে এ ধরণের খবরগুলো সংরক্ষণ করা যেতে পারে এবং সেগুলির ভিত্তিতে কমিশন তদন্ত করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে পত্রিকার রিপোর্ট কোন প্রমাণ নয় এবং তার উপর ভিত্তি করে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। এ ক্ষেত্রে যথাযথ তদন্ত করার পরই ব্যবস্থা নিতে হবে। দুর্নীতি সংক্রান্ত কোন কোন রিপোর্টের ভিত্তিতে তদন্ত হয়েছে, সে তদন্তের অগ্রগতি কতদূর, ফলাফল কি - ইত্যাদি তথ্যও উক্ত ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। তাহলে কোন পত্রিকা সত্যি সত্যিই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করে, আর কোন পত্রিকা দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মালিক-সম্পাদকের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হয়রানির চেষ্টা করে সে সম্পর্কেও কমিশন ধারণা নিতে পারবে।

৪. সবথেকে বিস্তৃত দুর্নীতিটি হচ্ছে ফাইল আটকে রেখে ঘুষ নেয়া। এ ধরণের দুর্নীতির শিকার হয়নি, এমন নাগরিক সম্ভবতঃ বাংলাদেশে খুজে পাওয়া যাবে না। টেলিফোন সংযোগ নেয়ার জন্য আবেদন করে তার পিছনে ঘুরে ঘুরে জীবন কেটে যাবার নজীর বাংলাদেশে রয়েছে। সারাজীবন চাকুরী করে অবসর নেয়ার পর পেনশনের টাকা তুলতে গিয়ে টেবিলে টেবিলে ঘুষ দেবার অভিজ্ঞতা হয়নি, এমন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চাকুরে খুব কম। জমি কিনেছেন, তার নামজারীর অনুমতি চেয়ে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কিংবা রাজউকে আবেদন করলেন। সে ফাইল টাকা ছাড়া এক ইঞ্চিও নড়বে না। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য ফাইলট্রাকিং সিস্টেম জাতীয় সফটওয়্যারগুলো খুব ভালো সাহায্য করতে পারে। এ ধরণের সফটওয়্যারে একটি ফাইল কোথায় কবে শুরু হয়ে কোথায় কতদিন পড়ে থাকলো তা সংরক্ষণ করা থাকে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে গ্রাহক যেমন তার ফাইলের অবস্থান জানতে পারেন, তেমনি মন্ত্রণালয়/বিভাগের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ কিংবা দুদক প্রতিনিধিও যে সকল কর্মকর্তার টেবিলে সবথেকে বেশী সময় ফাইল পড়ে থাকে তাদের তালিকা নিমিষেই পেতে পারেন। বিগত সরকার বেশ কয়েকটি দফতরে এ ধরণের সফটওয়্যার চালুর উদ্যোগ নেয়। তার মধ্যে ছিল রাজধানীর কয়েকটি টেলিফেন এক্সচেঞ্জ, বিনিয়োগ বোর্ড ইত্যাদি। এ সকল দফতরের সেবার অবস্থার কিছুটা হলেও উন্নতি হয়েছে বলে অনেকে বলছেন। যে সকল অফিসে জনগণকে সেবা দেয়ার বিষয় রয়েছে সে সকল অফিসে দুদক এ

ধরণের প্রকল্প নেয়ার ব্যাপারে সরকারকে তাগিদ দেতে পারে বা নিজে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে পারে।

দেখা যাচ্ছে একটি মাঝারি আকারের ডেটাবেজ তৈরী করে এবং তার সাথে কমিশনের ওয়েবসাইটকে সংযুক্ত করে দিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন তার জনবলের পরিমাণ ও দক্ষতার ঘাটতিকে অনেকাংশেই কাটিয়ে উঠে দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করতে এবং নাগরিকদের হয়রানি ও আর্থিক ক্ষতি থেকে রেহাই দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারে। দ্বিতীয় দফায় আয়কর, ভূমি ও এপার্টমেন্ট রেজিস্ট্রেশন, গাড়ি রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি দফতরকে কম্পীটারীকরণ করার জন্য সরকারকে তাগিদ দিতে পারে বা নিজে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারে। পাশাপাশি সে সকল দফতর জনগণকে বিভিন্ন সেবা দিয়ে থাকে সে সকল দফতরে ফাইলট্রাকিং সিস্টেম চালুর উদ্যোগ নিতে পারে।

বাংলাদেশকে দুর্নীতির অভিশাপ থেকে মুক্ত করার একটি বিরাট সুযোগ এসেছে। দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে সরকার বার বার তার দৃঢ় ও আপোষহীন অবস্থানের কথা বলছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের যিনি হাল ধরেছেন তার ব্যাক্তিগত সততা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও কর্মচাঞ্চল্য কমিশনের নিকট জনগণের প্রত্যাশাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা আশা করি কমিশনারগণ সর্বশক্তি নিয়োগ করে সে প্রত্যাশা পূরণ করবেন এবং তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার, জনবলের দক্ষতা ও নৈতিকতা বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় আইন সংস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে কমিশনকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাবেন যে ভবিষ্যতে আর কখনও যেন বাংলাদেশে দুর্নীতি মাথঅ চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে।